بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৫ জুন ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আনসারুল্লাহ যুক্তরাজ্য

১৩ জুন ২০২১, মজলিস আনসারুল্লাহ্ (চল্লিশোর্ধ্ব আহমদী পুরুষদের অঙ্গ-সংগঠন) যুক্তরাজ্যের সদস্যদের সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভায় সভাপতিত্ব করেন, আর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র আমেলার (কার্য-নির্বাহী পরিষদের) সদস্যগণ লন্ডনের বায়তুল ফুতূহ মসজিদে সমবেত হন।

হুযূর আকদাস এক এক করে প্রত্যেক আমেলা সদস্যের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাদের প্রত্যেকে নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের একটি রিপোর্ট পেশ করে হুযূর আকদাসের দিকনির্দেশনা চাওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

সভা চলাকালে, হুযূর আকদাস আহমদী শিশুদের ইন্টারনেটে ক্ষতিকর ও বিপদজনক বিষয়াদির মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এমন কিছু শিশু রয়েছে, যাদের অভিভাবক আনসারুল্লাহর সদস্য, যারা তাদের সমস্ত সময়ে বিনা তদারকিতে ইন্টারনেটে ব্যয় করে থাকে, বিশেষ করে স্কুল ছুটির দিনগুলোতে। এই শিশুরা ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে অনাকাঙ্ক্ষিত অনলাইন প্রোগ্রামসমূহ দেখছে এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর বিষয়াদির মুখোমুখি হচ্ছে। এখন এটি মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র কাজ, তারা যেন অবিলম্বে সমস্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করেন।"

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র যে-সকল সদস্য এখনো পবিত্র কুরআন পড়া শেখেন নি, তাদের সহায়তা করার জন্য একটি কর্মসূচি দাঁড় করানোর নির্দেশ দিতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যথাযথ গোপনীয়তার সাথে, আপনাদের যাচাই করতে হবে আনসারুল্লাহর এমন কোনো সদস্য আছেন কিনা, যিনি পবিত্র কুরআন পড়তে পারেন না। আপনাদের আন্তরিকতার সাথে এমন ব্যক্তিদের সহায়তা করতে হবে এবং যদি তারা বিব্রত বোধ করেন, তবে তাদেরকে আপনাদের অবহিত করতে হবে যে, তারা গোপনীয়তার সাথে এ বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা পেতে পারেন। কখনো কখনো যখন আমি আমার খুতবায় মরহুম ব্যক্তিদের স্মরণ করি, তখন আমি উল্লেখ করেছি তাদের কেউ কেউ কীভাবে পরিণত বয়সে পবিত্র কুরআন পড়া শিখেছিলেন। ... সুতরাং, এটি এমন একটি বিষয় নয় যা নিয়ে বিব্রত বোধ করা অথবা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে থাকা উচিত। কিন্তু যদি কেউ এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত থাকেন, তবে তাকে আশ্বস্ত করুন যে, তাদের পরিচয় প্রকাশ না করে, তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা সম্ভব, যেন তারা পবিত্র কুরআন পড়া শিখতে পারেন।"

'Introduction to the Study of the Holy Quran' (পবিত্র কুরআন পাঠের ভূমিকা) বইটির কথা উল্লেখ করে হুযূর আকদাস ধর্মের কেন প্রয়োজন এবং ইসলামের উদ্দেশ্য কী, আনসারুল্লাহর সদস্যদের তা অনুধাবন করার এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে পরিচিত হওয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"'Introduction to the Study of the Holy Quran' বইটির প্রথম অংশ ধর্মসমূহের তুলনা, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা এবং ইসলামের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আর মজলিস আনসারুল্লাহর সদস্যদের এসব বিষয়ে ভালো জানা থাকা উচিত এবং এ ধারণাগুলো তাদের নিকট স্পষ্ট হওয়া উচিত। তাদের প্রত্যেকের (বিভিন্ন ধর্মের মাঝে) পার্থক্যসমূহ কী কী, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কী এবং ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা কী ছিল— এ সকল বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। ... যদি তারা এই বইটির প্রথম অর্ধাংশ সম্পর্কে সম্যকভাবে পরিচিত হয়ে যান, তবে আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক ভালো অনুধাবন করতে পারবেন এবং তখন তারা এ বিষয়গুলো অন্যের সাথে আলোচনা করতে এবং অন্যদের শেখাতে পারবেন।"

সভার শেষাংশে, একটি নাতিদীর্ঘ পরিবেশনা প্রদর্শন করা হয় যেখানে বুরকিনা ফাসোতে মসরূর আই (চক্ষু) ইনস্টিটিউট নির্মাণের বিষয়ে একটি হালনাগাদ প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

ভিডিওটিতে বর্ণনা করা হয়, হুযূর আকদাসের নির্দেশক্রমে কীভাবে মজলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্য ২০১৭ সালে ইনস্টিটিউটটির নির্মাণ কাজ শুরু করেছিল এবং এখন তা সম্পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি উপনীত হয়েছে।

এর মূল উদ্দেশ্য বুরকিনা ফাসোতে অত্যাধুনিক চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা এবং সমাজের সবচেয়ে নাজুক এবং সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর নিকট অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে তাদের সেবা করা।

ভিডিওটি দেখার পর, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহ্‌র ফযলে, অত্যন্ত সুন্দরভাবে মসরূর আই ইনস্টিটিউট নির্মিত হয়েছে। এখন আমি দোয়া করি, যেন আল্লাহ্ তা’লা মজলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্যকে সর্বোত্তম উপায়ে ইনস্টিটিউটটি পরিচালনা করার তৌফিক দান করেন।”